বিমুর্ত রাত্রির মুর্ত আবিদা

‘এই শতাব্দীতে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনুকরণ বা নকলের প্রবণতা বন্ধ হোক এটা আমার একান্ত কামনা। আমরা যেন নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে পারি এ উদ্যোগে কাজ করতে হবে। তাহলে বিশ্বের বুকে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরও শক্তিশালী হবে।’ কথাগুলো বলেছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আবিদা সুলতানা। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের সঙ্গে যাঁর সখ্য। এ পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার গান গেয়েছেন তিনি। বিভিন্ন আঙ্গিকে গান। তবে আধুনিক গানের সংখ্যাই বেশি। বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও মঞ্চে তিনি সমানভাবে গান গেয়ে চলেছেন। এত গানের মধ্যে নকল কথা বা সুরের গান কি পরিমাণ ছিল? জিজ্ঞাস করতে আবিদা সুলতানা জানালেন, খুব বেশি নকল গান তিনি করেননি। তার পরও নকল গান করতে হয়েছে। কেন? আবিদা বলেন, অধিকাংশ শিল্পীই কোন না কোনভাবে নকল গান করেছেন। চারদিকে নকলের এত আধিপত্য যে, এর সঙ্গে তাল মেলাতে হয়েছে। অনেক সময় গান গাইতে গিয়েও জানতে পারিনি যে, নকল গান করছি। পরে বিষয়টি জানতে বা বুঝতে পেরে খারাপ লেগেছে।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গীত কতটুকু এগিয়েছে? জবাবে আবিদা সুলতানা বলেন, স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে এ পর্যন্ত শুধু নয়, গত শতাব্দীতেই আমাদের সঙ্গীত অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ধারা এবং অনুকরণ আমাদের সঙ্গীতের ঐতিহ্য ও কমনীয়তা নষ্ট করেছে। গত প্রায় দেড় যুগে সঙ্গীত চরম এক অস্থিরতার মধ্যে এগিয়েছে। তারপরও ৬০, ৭০ বা ৮০’র দশকে দেশীয় সঙ্গীতের ভাবধারা কিছুটা বজায় ছিল। এর পর থেকে অস্থিরতা এবং অনুকরণ এত বেশি গ্রাস করেছে যে, দেশীয় সঙ্গীত একই স্থানে ঘুরপাক খেয়েছে। সঙ্গীতের শ্রোতা বাড়ছে, বোদ্ধা বাড়ছে, শিল্পীও বাড়ছে; কিন্তু একই চক্রে পাক খাচ্ছে দিনের পর দিন। আবিদা সুলতানা বলেন, আমাদের অনেক ট্যালেন্ট শিল্পী আছেন; কিন্তু তাঁরা নিজেদের ভোঁতা করে দিচ্ছেন প্রচার এবং প্রসারের গ্যাঁড়াকলে পড়ে। ক’দিন গান গেয়ে যখনই কিছুটা পরিচিতি আসে তখনই একের পর এক অডিও ক্যাসেট বের করছেন, বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রচার করছেন। অথচ সে অনুযায়ী সাধনা, একনিষ্ঠতা বা চর্চার বিষয়টি তারা মানছেন না। এটা সত্যিই দুঃখজনক।

সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে আবিদা সুলতানা যতটা জনপ্রিয় সে অনুযায়ী তাঁর অডিও ক্যাসেট নেই বললেই চলে। প্রায় তিন যুগ ধরে গান করছেন, অথচ মাত্র ৬টি অডিও ক্যাসেট বেরিয়েছে তাঁর। এ প্রসঙ্গে আবিদা বলেন, গান গাওয়ার ক্ষেত্রে আমি বরাবরই চুজি। প্রচারের চাইতে সাধনাটাই আমার কাছে বড়। তাই দীর্ঘ সময় নিয়ে ক্যাসেট বের করার পক্ষপাতী। এতে প্রকৃত সঙ্গীতপ্রেমীরা ফাঁকিতে পড়ে না, নিজেরও তৃপ্ততা থাকে ভাল কাজ করার।

তবে যথাযথভাবে গান না শিখে যারা একের পর এক অডিও ক্যাসেট বের করেন সেসব শিল্পীকে তিনি প্রকৃত শিল্পী বলে মানতে নারাজ। তাঁর মতে, ভাল শিল্পী হতে হলে প্রচণ্ড ধৈর্য দরকার। সাধনা ও একনিষ্ঠতা প্রয়োজন। ভদ্র-নম্র আচরণের মাধ্যমে অন্যদের মন জয় করার মতো গুণ থাকা চাই।

নজরুল সঙ্গীত এবং উচ্চাঙ্গের মাধ্যমে আবিদা সুলতানার হাতেখড়ি হলেও আধুনিক গানের শিল্পী হিসাবে তিনি পরিচিত। কারণ কি জানতে চাইলে তিনি বলেন, আধুনিক গানের প্রতি আমার প্রচণ্ড দুর্বলতা ছোটবেলা থেকে। বড় হয়ে এর প্রতি ভাল লাগা বেড়েছে। এই গানে আমি সৃষ্টির আনন্দ পাই, এখানে নিজস্বতা আছে। তাই এর সঙ্গেই মিতালি।

চলচ্চিত্রে কম গান করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চলচ্চিত্রে আমি সব সময়ই কম গান করেছি। ভাল সুর ও কথার গানের প্রতি দুর্বলতার কারণে এমনটি হয়েছে। ইদানীং চলচ্চিত্রে যে ধরনের গান হচ্ছে সে রকম গান আমি সাধারণত গাই না বা গাইব না।

শিল্পী হিসাবে নিজেকে যথেষ্ট সফল মনে করেন আবিদা সুলতানা। তিনি বলেন, আমার যে যোগ্যতা সে অনুযায়ী যে সম্মান ও ভালবাসা পেয়েছি তা যথেষ্ট। ‘বিমূর্ত এ রাত্রি আমার’, ‘এ কি বাঁধনে বল জড়ালে আমায়’, ‘একটা দোলনা যদি কাছে পেতাম’ গানগুলো আবিদা সুলতানার ভীষণ প্রিয়।

এ ধরনের গান আর হচ্ছে না কেন? আবিদা বলেন, সবক্ষেত্রেই এখন ফাঁকি চলছে। আধুনিক গানে যে অবক্ষয় চলছে, তার সঙ্গে আবিদাও একমত। তিনি জানান, এ অবক্ষয়ের বিপরীতে তিনি ভাল গান করে এগিয়ে চলেছেন। যেটা একধরনের মৌন প্রতিবাদ। সঙ্গীতশিল্পী না হলে সাংবাদিক বা সাইক্লিয়াটিস্ট হতেন আবিদা সুলতানা। তবে গ্ল্যামারের কারণে নায়িকা হবার অফার পেয়েছিলেন তিনি। আবিদা বলেন, একটা গান গেয়ে যে পপুলারিটি বা পরিচিতি পাওয়া যায়, নায়িকা হয়ে কি তা পাওয়া যায়? পেশায় কতটা ফাঁকি দিয়েছেন জানতে চাইলে বলেন, পেশায় কখনও কোন ফাঁকি দেইনি। আমি ঘড়ি পরি না। কিন্তু সময় মতো সব কাজে যাই। ভাল গান গেয়েছি সব সময় নিজের শিল্পবোধ ও দায়িত্ববোধ থেকে। স্রোতে গা ভাসিয়ে শ্রোতাদের ঠকাইনি।

সোহেল হায়দার চৌধুরী